সহস্রাব্দের তৃতীয় বছরে

তথ্য কেন্দ্রে ডি মেলো স্মরণে শোক বই

মানবজাতি, জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

সহস্রাব্দের তৃতীয় বছরে জাতিসংঘ এর আটান্ন বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে দুর্ভাবনাপূর্ণ সময় অতিক্রম করে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি ইরাকের ক্রমাগত গড়িমসির প্রেক্ষিতে একটি কার্যকর বহুপাক্ষিক সমাধান খুঁজে পেতে এবং সে দেশে যুদ্ধ ঠেকাতে ব্যর্থতা একে বহুবিধ ম্যান্ডেট পালন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। বস্তুত মানবজাতির জন্য বিশ্বব্যাপী একটি নিরাপদ, আইনসঙ্গত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী পরিবেশ গঠনে বিশ্বসংস্থা যে এখনো অপরিহার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য বছরে শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিরক্ষা, মাইন অপসারণ, আন্তর্জাতিক আইনের বিকাশ সাধন ও সীমিত আকারে যুদ্ধোত্তর আফগানিস্তান ও ইরাকের পুনর্গঠনে সহায়তাদানের পাশাপাশি আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা, উন্নয়ন, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মতো নানা ধরনের কাজে জাতিসংঘ কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। সেই সঙ্গে সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ১৫ বছরের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ওপরও সংস্থাটি আগের মতোই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। অত্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও এইচআইভি/এইড্‌স্ এর বিস্তৃতি বিপরীতমুখীকরণ এসব লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

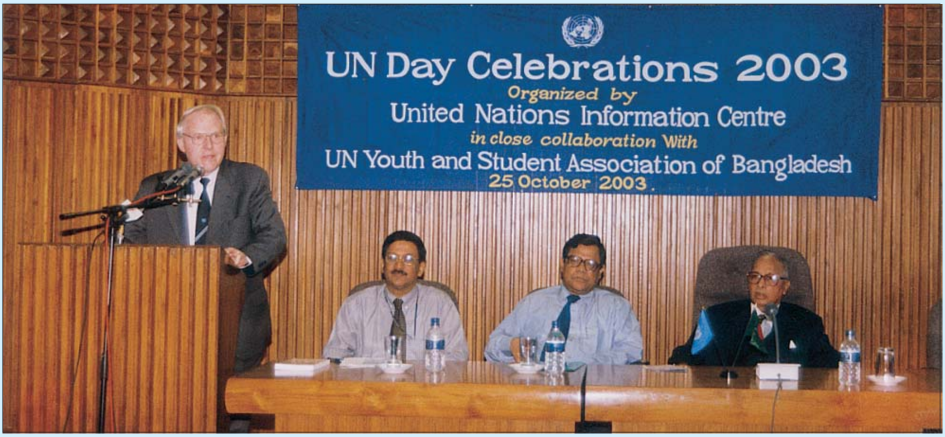

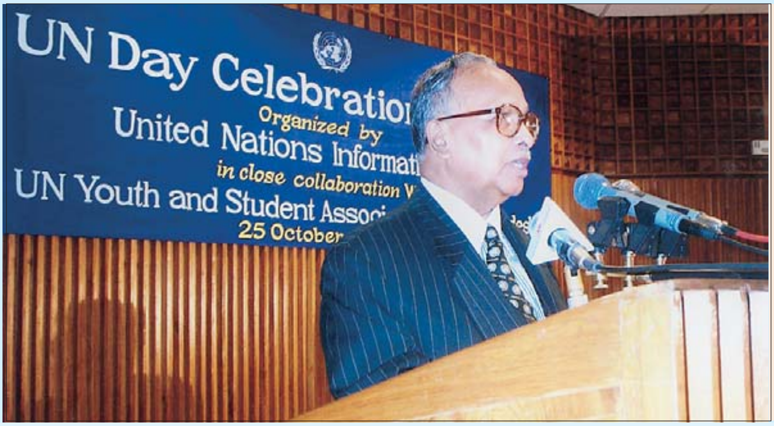

বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্ক এ সময়ে আরো নিবিড় হয়ে উঠে। কূটনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমে বিশেষ করে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দেশটির অবদান আন্তর্জাতিকভাবে অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করে। অপরদিকে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে জাতিসংঘের ভূমিকাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আইনশৃঙ্খলাসহ নানা সমস্যা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু সহস্রাব্দ ঘোষণা লক্ষ্য অর্জন এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে এ দেশকে দ্রুতগতিতে আরো অনেকদূর অগ্রসর হতে হবে। জনগণ, সরকার, এনজিও, বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী ও জাতিসংঘের সংস্থা ও এজেন্সিগুলোর সম্মিলিত প্রয়াসেই কেবল এ দেশে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে।

cieZx wk‡ivbv‡gi Rb¨ wKK Ki“b